

Declaration

I declare that the thesis entitled ‘অ্যাডাপ্টেইশন্ থিয়োরির আলোকে রবীন্দ্র সাহিত্যে
রামায়ণ ও মহাভারত : একটি অন্বেষণ’ (Adaptation Theorir Alake Rabindra
Sahitye Ramayan o Mahabharat : Ekti Anneshan) has been prepared by
me under the guidance of Dr. Manjula Bera, Department of Bengali,
University of North Bengal. No part of this thesis has formed the basis for the
award of any degree or fellowship previously.

Date: 08.04.2024

Shatabdi Bhowmik
(Shatabdi Bhowmik)
Department of Bengali
University of North Bengal

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE B++

✉ bengali@nbu.ac.in

দূরভাষ - ০৩৫৩-২৫৮০১৮৯



সম্মানিত সভ্য: মহাপ্রতি: সম্মানিত

রাজা রামমোহনপুর, ডাকঘর - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা - দার্জিলিং, পিন - ৭৩৪০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

পত্র সংখ্যা

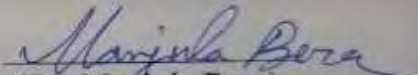
তারিখ

Certificate

I certify that Shatabdi Bhowmik has prepared the theses entitled 'আড্যাপ্টেশন্ থিয়োরির আলোকে রবীন্দ্র সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারত : একটি অন্বেষণ' (Adaptation Theorir Alake Rabindra Sahitye Ramayan o Mahabharat : Ekti Anneshan) for the award of Ph.D. degree of the University of North Bengal, under my guidance. She has carried out the work at the Department of Bengali, University of North Bengal.

Date:

08/04/2024.


(Dr. Manjula Bera)

Professor

Department of Bengali

University of North Bengal

Professor
Department of Bengali
University of North Bengal



The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

Selected Language

Bangla

Submission Information

Author Name	Shatabdi Bhowmik
Title	এডাপ্টেশন থিওরির আলোকে রবীন্দ্র সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারত : একটি অন্বেষণ
Paper/Submission ID	1600739
Submitted by	nbuplg@nbu.ac.in
Submission Date	2024-04-03 16:40:04
Document type	Thesis

Result Information

Similarity **0%**

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File



Manjula Bera
8/4/2024
Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

Shatabdi Bhowmik

প্রাক-কথন

‘অ্যাড্যাপ্টেইশন্ থিয়োরির আলোকে রবীন্দ্র সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারত : একটি অন্বেষণ’ – শিরোনামাক্রান্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রেক্ষাপটে কিছু কথা না বললেই নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ‘সহজ পাঠ’ (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) বইটির মাধ্যমে। শৈশবে নিজের অজান্তেই কখন যে এই শিশুপাঠ্যের অংশ হয়ে যেতাম, কখনো বুঝতে পারিনি। ক্রমে যতই বড় হয়েছি ঘুরে ফিরে আবার সেই রবীন্দ্রনাথের লেখাতেই ফিরে এসেছি। বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করার সৌভাগ্য অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকদের পাশাপাশি রবীন্দ্র-সাহিত্যকে গভীরভাবে অধ্যয়নের সুযোগ করে দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের এমন কোন সাহিত্য প্রকরণ নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের অবদান নেই। তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর সাহিত্যের প্রতিটি সংরূপ থেকে শুরু করে আমাদের জীবনের প্রতিটি অনুভূতি, উপলব্ধি এবং আবেগের সাক্ষী হয়েছে। বাঙালির চিন্তা, চেতনা ও অনুভূতিকে তিনি স্বার্থকভাবে প্রতিফলিত করেছেন তাঁর সাহিত্যকর্মে। তাই বাঙালির অস্তিত্ব এবং সংস্কৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। আমার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সময়পর্বে রবীন্দ্রমানসের যথার্থ পরিচয় লাভের আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পেয়ে বসে। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল যে উপাদানগুলি রবীন্দ্রমানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল সে বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে পড়াশোনা শুরু করি। পরবর্তীকালে স্থানীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এই বিষয়ে চাহিদা মিটিয়েছে। একটি বিষয় উপলব্ধি করি, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল যে উপাদানগুলি রবীন্দ্রমানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল তার মধ্যে ‘রামায়ণ’ এবং ‘মহাভারত’ – এই দুই মহাকাব্যের অবদান অভূতপূর্ব। তিনি এই দুই মহাকাব্য থেকে সাহিত্যের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে লিভা হাচন্-এর ‘এ থিয়োরি অফ অ্যাড্যাপ্টেইশন্’ বইটির সঙ্গে পরিচিত হই। এই বইতে লিভা অ্যাড্যাপ্টেইশন্ থিয়োরিকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই বইটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর অ্যাড্যাপ্টেইশন্ থিয়োরির আলোকে রবীন্দ্র-সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারত নিয়ে গবেষণামূলক কর্মের অভিলাষ মনে দানা বাঁধতে থাকে।

পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্মের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নানা দ্বন্দ্ব, ভীতি প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে থাকে। অ্যাড্যাপ্টেইশন্ থিয়োরির আলোকে রবীন্দ্র-সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারত নিয়ে পিএইচ.ডি. গবেষণামূলক কর্মের অভিপ্রায়ের কথাটা আমার শিক্ষিকা তথা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার কাছে জানাই। তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়া সমস্ত দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটিয়ে সাদরে সম্মতি জানিয়েছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন গবেষণার বিষয় হিসেবে অ্যাড্যাপ্টেইশন্ থিয়োরির আলোকে রবীন্দ্র-সাহিত্যে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’ নির্বাচন করার

প্রস্তাবকে। ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’, এই দুই মহাকাব্য রবীন্দ্র-সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি তাঁর সাহিত্যে বারবার এই দুই মহাকাব্যের প্রসঙ্গ এনেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’ – এই দুই মহাকাব্য থেকে বিভিন্নভাবে তাঁর সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সেই উপকরণগুলি তিনি সরাসরি তাঁর সাহিত্যে প্রয়োগ করেননি। তিনি নানাভাবে সেই সাহিত্যিক উপকরণগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তাঁর সাহিত্যে। আর সেই সাহিত্যিক পরীক্ষাকেই ‘অ্যাডাপ্টেশন্স’ তত্ত্বের আলোকে দেখতে অগ্রসর হয়েছি। ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’ – এই দুই মহাকাব্যের থেকে উপকরণ সংগ্রহ করলেও কীভাবে তা রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র সৃষ্টি হয়ে উঠেছে সেটি তুলে ধরাই এই গবেষণাকর্মের লক্ষ্য। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতীত ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই ছয়টি অধ্যায়ের ক্রম নিম্নলিখিত –

প্রথম অধ্যায় :	অ্যাডাপ্টেশন্স থিয়োরির সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ
দ্বিতীয় অধ্যায় :	রবীন্দ্র মননে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’
তৃতীয় অধ্যায় :	রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্যে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর গ্রহণ-প্রতিগ্রহণ
চতুর্থ অধ্যায় :	রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর গ্রহণ-প্রতিগ্রহণ
পঞ্চম অধ্যায় :	রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর গ্রহণ-প্রতিগ্রহণ
ষষ্ঠ অধ্যায় :	রবীন্দ্র প্রবন্ধসমগ্র ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর গ্রহণ-প্রতিগ্রহণ

আমার এই গবেষণামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণ গুরুর সঠিক পথপ্রদানে ও অভিসন্দর্ভটির সামগ্রিক রূপদানে প্রতিনিয়ত সুপারামর্শ দিয়েছেন ও নানা দিক থেকে সহায়তা করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা তথা আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। উচ্চ শিক্ষাজীবনের ভিত্তি স্থাপনকারী ও নিরন্তর পথপ্রদর্শক আমার ‘ম্যাডাম’কে জানাই সশ্রদ্ধ, আন্তরিক প্রণাম। আমার স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কৃতজ্ঞতার নয়; তবে অশেষ ধন্যবাদ জানাই আমার স্বামীকে, প্রতি মুহূর্তে আমার পাশে থাকার ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য। কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের।

আমার গবেষণাকর্মের জন্য তথ্য প্রদানে সাহায্য করেছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং ডিস্ট্রিক্ট

লাইব্রেরীর সকল আধিকারিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই অগ্রজপ্রতিম হৃদয়দা এবং বিশ্বজিৎদাকে আমার গবেষণাকর্মের মুদ্রণ ও গ্রন্থনে সহায়তা করার জন্য।

তারিখ : ০৮.০৪.২০২৪
স্থান :
শতাব্দী ভৌমিক
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর
দার্জিলিং-৭৩৪০১৩